পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ণাঢ্য আয়োজনে ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসব

জুবাইয়া বিন্তে কবির

প্রকাশিত: ১৯:১২, ১ মার্চ ২০২৫

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পবিপ্রবি)-এর ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। গত বুধবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ প্রশাসন ভবনের সামনে সমবেত হন। সকাল সাড়ে ৮টায় প্রশাসনের সামনে জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন এবং বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম।

এসময় উপাচার্যের সাথে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম হেমায়েত জাহান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আবদুল লতিফ এবং রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. ইকতিয়ার উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। পরে সকাল ৮টা ৪৫ মি. দিবসটি উপলক্ষে কেক কেটে সেখান

থেকে উপাচার্যের নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে টিএসসির সামনে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় উপাচার্যের সাথে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ কেয়ার সেন্টার ও টিএসসির সামনে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি ও রক্তদান কর্মসূচী পালন করা হয়। সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. ইকতিয়ার উদ্দিনের সঞ্চালনায় এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট স্ট্যাডিজের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম হেমায়েত জাহান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আবদুল লতিফ এবং বিশ্ববিদ্যালয় উদযাপন কমিটির কনভেনর অধ্যাপক ড. মো. মাহবুব রব্বানী।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ডের মেম্বার অধ্যাপক ড. মো. হাবিবুর রহমান, আইন ও ভূমি প্রশাসন অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. জামাল হোসেন, সিনিয়র অধ্যাপক ড. মো. হামিদুর রহমান, ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক আবুল বাশার খান, সহকারী অধ্যাপক ড. মো. সগীরুল ইসলাম মজুমদার, ড. মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, সহকারী রেজিস্ট্রার লোকমান হোসেন মিঠু, মাহমুদ আল জামান, সুয়েন আহমেদ ও মাহমুদুল হাছান, ডেপুটি রেজিস্ট্রার হাছিব মো. তুষার এবং আবুবকর ছিদ্দিক, শিক্ষার্থী সোহেল রানা জনি, জান্নাতিন নাইম জীবন এবং তানভীর আহমেদ খান, কর্মচারীদের থেকে মোশারেফ হোসেন এবং মাহবুবুর রহমান বক্তব্য রাখেন। এসময় অনুষদসমুহের ডিন, সিন্ডিকেট সদস্য, বিভাগীয় সভাপতি, ইনস্টিটিউট পরিচালক, দুমকি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ছিলেন।

উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এসএম হেমায়েত জাহান তার বক্তব্যে বলেন, যাদের অর্থের বিনিময়ে, শ্রম ও ঘামের বিনিময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের প্রতি আজ আমরা সম্মান জানাচ্ছি। আমরা প্রশাসনের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই চেষ্টা করছি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘নতুন বাংলাদেশে নতুন আবহে গড়ে উঠবে প্রাণের পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় হবে দেশের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে যে গবেষণাগুলো হবে, তা দেশের উন্নয়নে এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভূমিকা রাখবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এমনভাবে দক্ষ হয়ে উঠবে, তারা যেখানে যে কাজই করুকÑ তারা তাদের একটি গ্রহণযোগ্যতা

তৈরি করতে সক্ষম হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন এমনভাবে পরিচালিত হবে, যেন তা সমাজের এবং জাতির টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠুক এবং তারা দেশ ও বিশ্ব গড়ার কাজে নিয়োজিত হোক।' বর্তমান প্রশাসনের গতিশীলতা দিয়ে পবিপ্রবিকে দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়' এ পরিণত করতে উপাচার্য সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের অংশগ্রহণে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয় প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, হাঁড়ি ভাঙ্গা, হাঁস-মুরগী হুলস্থুল ও রশি টানাটানি খেলা। বিকাল ৩টায় টিএসসির কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় অর্জন শীর্ষক বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা। সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।